দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ২5 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

অধ্যাপক কামরুল হাসান খান বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ভার্সিটির নয়া ভিসি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ তাঁকে এ নিয়োগ দেন। তিনি আগামী তিন বছরের জন্য নিয়োগ পেয়েছেন। ২০১৫ সালের ২৩ মার্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, মোঃ হাবিবুর রহমান খান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। তিনি অধ্যাপক ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্তের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮-এর ১২ ধারার ক্ষমতাবলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ডাঃ কামরুল হাসান খান, অধ্যাপক প্যাথলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ

ডাঃ কামরুল হাসান খান

মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে আগামী ৩ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান ২০১৫ সালের ২৪ মার্চ কাজে

(৪ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

অধ্যাপক কামরুল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি বিএসএমএমইউর বি ব্লকের নিচে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুর্যালে এবং ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, প্রিভেনটিভ এ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডাঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, ডেন্টাল অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডাঃ আলী আজগর মোড়ল, প্রক্টর অধ্যাপক এএসএম জাকারিয়া স্বপন, রেজিস্ট্রার (দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মোঃ আসাদুল ইসলামসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতৃবৃন্দ। প্রবীণ আওয়ামী লীগ ও চিকিৎসক নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সদস্য ডাঃ হাবিবে মিল্লাত এমপি, আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ বদিউজ্জামান ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক ও চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। আরও অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডক্টরস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক সোহরাব আলী ও মহাসচিব ডাঃ রাকিবুল ইসলাম লিটু, উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক সমিতি ও ডক্টরস এ্যান্ড টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন এবং পেশেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক কাজী শহিদুল আলম ও মহাসচিব ডাঃ রাকিবুল ইসলাম লিটু। মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান ১৯৫৫ সালের ১২ মার্চ টাঙ্গাইলের ঘাটাইল থানার ভাবনদত্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ হারুনুর রশীদ খান এবং মাতার নাম রোকেয়া খান। পারিবারিক জীবনে তিনি প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা ও মুক্তিযোদ্ধা মামুনুর রশীদের ছোট ভাই এবং তাঁর স্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মাসুদা বেগম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগে কর্মরত আছেন।

গুণী চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সাবেক সভাপতি এবং ১৯৮৫ সালে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফিজিসিয়ান্স ফর দ্য প্রিভেনশন অব নিউক্লিয়ার ওয়্যারের (আইপিপিএনডব্লিউ) দক্ষিণ এশিয়া অংশের সাবেক এবং নির্বাচিত সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান ১৯৯৯ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

মানবসেবায় জীবন উৎসর্গকারী অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি, ১৯৭৪ সালে নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি ও ১৯৮২ সালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস এবং ১৯৯৪ সালে সাবেক আইপিজিএমএন্ডআর (বর্তমানে বিএসএমএমইউ) থেকে প্যাথলজিতে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবনে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার এবং ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রভাষক হিসেবে চাকরি করেছেন। ১৯৯১ সালে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়ন শুরু করেন। এরপর তিনি সহকারী, সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে এবং বর্তমানে অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন।

দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খানের ৪০টিরও বেশি স্বাস্থ্য, রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নাল ও স্বনামধন্য জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'Effects Of Topical Application of Ethylene Glycol on Rats' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের আজীবন সদস্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্র সভার অন্যতম উদ্যোক্তা, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর 'জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে 'নাগরিক মঞ্চ' গঠনের উদ্যোক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন, ২০০৫ সালের ৩০ এপ্রিল ১৪ দল সমর্থিত বিভিন্ন পেশাজীবীদের একত্রিত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক মঞ্চে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) দু'বার নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বিসিএস কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের (২৬ ক্যাডার) সাবেক যুগ্ম-মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনরত (বাপা) কেন্দ্রীয় কার্যকর পরিষদের সদস্য, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও চিকিৎসকদের সংগঠন প্রকৃচির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় ইন-সার্ভিস ট্রেনি চিকিৎসক পরিষদের যুগ্ম-আহ্বায়ক, সন্ধানীর আজীবন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ঘটনাবহুল জীবনের অধিকারী অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান ফিজিশিয়ান ফর সোশ্যাল রেসপনসিবলের (পিএসআর) সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রায় অর্ধশত আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন। তিনি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবনা কমিটির অন্যতম সদস্য, বিএমএর হেলথম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮-এর বিএমএর খসড়া প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবক হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখাসহ মানবসেবায় অবদান রেখে চলছেন।